ঝিনাইদহে কৃষকের ধান বিক্রির চেক ছিনতাইয়ে বাঁধা দেওয়ার বাড়ী-ঘর ভাংচুর

অভ্যন্তরীণ আমন ধান সংগ্রহে সরকার সচ্ছতা নিশ্চিত করতে কৃষকের এ্যাপসের মাধ্যমে ধান সংগ্রহ করছে। সারাদেশের ১৬ টি উপজেলার মধ্যে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা এ কর্মসূচীর একটি মডেল। সদর উপজেলার ২১’শ ২৮ জন কৃষককে এ্যাপসের মাধ্যমে লটারী করে নির্বাচিত করা হয়। যারা সরাসরি গুদামে ধান দিবেন ও কৃষকের নিজের ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করবেন।

এরপরও যেন থেমে নেই মধ্যস্বত্তভোগীদের দৌরাত্বা। প্রকৃত কৃষককে ব্যাংকে নিয়ে তার কাছ থেকে জোরপুর্বক চেক স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সোমবার এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে সদর উপজেলার সুরাট ইউনিয়নে। চেক ছিনতাইয়ে বাঁধা দেওয়ার অপরাধে সাবেক এক ছাত্রলীগ নেতার বাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়।

জানা যায়, সোমবার বিকেলে চুটলিয়া গ্রামের নির্বাচিত কয়েকজন কৃষককে শহরের হামদহ পুবালী ব্যাংকে নিয়ে আসেন সুরাট ইউনিয়নের কবির হোসেন জোয়ার্দ্দার কেবির ভাই শাবু ও কল্যানপুর গ্রামের মৃত শরাফতের ছেলে জিয়া।

শাবু ও জিয়া কৃষকদের ২ হাজার টাকা ধরিয়ে দিয়ে কৃষক কার্ড ও চেকের পাতায় স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এসময় ছাত্রলীগের সাবেক নেতা চুটলিয়া গ্রামের হাফিজুর রহমান চঞ্চল বাঁধা দিলে উভয়ের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হয়।

পরবর্তীতে সোমবার বিকেলে জিয়া ও শাবুর নেতৃত্বে ৪০/৫০ জন লোক মোটর সাইকেল যোগে চঞ্চলের বাড়ীতে হামলা চালায়। এসময় তারা ভাংচুর ও লুটপাট করে। এ ঘটনায় চঞ্চল বাদী হয়ে সদর থানায় একটি এজাহার জমা দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মঈন উদ্দিন বলেন, আমরা একটি অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে দুই দিন ব্যাপী জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা শেষ

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে ৪১ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা শেষ হয়েছে।

সোমবার দুপরে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে মেলা শেষ হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মাসুদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকী, একাডেমিক সুপারভাইজার আনোয়ার হোসেন প্রমূখ।

পরে মেলার স্টল, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং অলিম্পিয়াডে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মেলায় স্টলে সিনিয়র গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেছে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ ।

জুনিয়র গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেছে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

বিতর্কে সিনিয়র গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, রানার্সআপ মেহেরপুর সরকারি কলেজ।

সিনিয়র গ্রুপের শ্রেষ্ঠ বক্তা হয়েছে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের এরিনা আজিজ জেসী এবং জুনিয়র গ্রুপ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রানার্স আপ হয়েছে এ এল এম জিয়াউল হক ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন।

অলিম্পিয়াড জুনিয়র গ্রুপে প্রথম হয়েছে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শামস বিন শহীদ, একই বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন সাফি, এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ এর ফারহান।

মেপ্র/ইএম

ঝিনাইদহে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদকসেবীর কারাদন্ড

ঝিনাইদহে কালীগঞ্জে মাদক সেবনের অভিযোগে আয়ুব হোসেন (৪৫) নামের এক মাদক সেবীকে ৫ দিনের কারাদন্ড ও ৫’শ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
মঙ্গলবার সকালে কালীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ভুপালী সরকার এ দন্ডাদেশ প্রদাণ করেন। আদালত সুত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে মাদক সেবন করা অবস্থায় উপজেলার বাদেডিহি গ্রাম থেকে আয়ুব হোসেনকে আটক করে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন কার্যালয়ের কর্মকর্তারা। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ৫ দিনের কারাদন্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করে আদালতের বিচারক।

কোটচাঁদপুরে ট্যাক্টর থেকে আঁখ টানতে গিয়ে প্রাণ গেল শিশুর

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ট্যাক্টর থেকে আঁখ টানতে গিয়ে ইমরান হোসেন (১০) নামে এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে উপজেলার সাফদারপুর মকসেদ মোড়ে এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু খুলনা জেলার পাইকগাছা থানার দেপদোয়া গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানাযায়, শিশু ইমরান হোসেনের বাবা স্থানীয় মকসেদ মোড়ে রিপন বিক্সে শ্রমিকের কাজ করেন। সে বাবার সাথে ইট ভাটার পাশেই একটি ঘরে বসবাস করতেন। মঙ্গলবার সকালে শিশুটি আখঁ খাওয়ার জন্য মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের আঁখ বোঝাই একটি ট্যাক্টরের পিছনে দৌড়াতে থাকে। এসময় গাড়ি থেকে আঁখ টানতে গিয়ে ট্যাক্টরের সাথে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, নিহতের পরিবারে পক্ষ থেকে কোন প্রকার অভিযোগ না থাকায় শিশুটির মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেপ্র/ ইএম

ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে মাদক মামলার আসামীর মৃত্যু

ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে নিজাম উদ্দিন নামে এক মাদক মামলার আসামীর

মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বিকেলে তার মৃত্যু হয়। তিনি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হাটগোপালপুর বাজার পাড়ার হিম চাঁদের ছেলে।

ঝিনাইদহ জেল সুপার গোলাম হোসেন জানান, নিজাম উদ্দিন মাদক মামলায় জেলাখানায় আটক ছিলেন। সোমবার বিকেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

ছাত্রলীগ নেতার বিনা বেতনের পাঠশালা

দুস্থ গরিব ও অসহায় শিক্ষার্থীদেরকে বিনা পয়সায় কোচিং করিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখছেন গাংনী উপজেলার ছাত্রলীগ নেতা ওয়াজ্জেল হোসেন।

গত ৫ বছর যাবৎ তিনি নিজ উদ্যোগে চালিয়ে আসছেন বিনা বেতনের পাঠশালা। তার পাঠশালায় লেখাপড়া করে উপকৃত হচ্ছে এলাকার শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া শতশত শিক্ষার্থী। এলাকার পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়িয়ে এবং স্থানীয়দের দুঃখ দুর্দশায় পাশে থেকে এলাকার উন্নয়ন ও নিজেকে মানব সেবায় নিয়োজিত রাখতে চান তিনি।

ওয়াজ্জেল হোসেন গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য নুর ইসলামের ছেলে ও ধান খোলা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক।

২০১৩ সালের কথা। বিদ্যালয়ে কোচিং না করায় একের পর এক পরীক্ষায় ফেল করছিল কসবা গ্রামের এক দিনমজুর এর ছেলে ইসরাফিল হোসেন। মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগীতায় টিকতে না পেরে লেখা পড়া বন্ধ করে দিয়েছিল ওই শিক্ষার্থী।

বিষয়টি জানার পর তার পাশে এসে দাঁড়ায় ছাত্রলীগ নেতা ওয়াজ্জেল হোসেন। সকাল বিকাল কোচিং করিয়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করায় শিক্ষার্থীকে। পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করায় শিক্ষক শিক্ষার্থী দুজনের মধ্যেই প্রানের সঞ্চার লাভ করে।

শুরু হয় নব উদ্যোমে বিনা পারিশ্রমিকে কোচিং করানোর বিষয়টি। বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে শুরু হয় বিনা বেতনের পাঠশালা নামরে কোচিং সেন্টারের কার্যক্রম। সকাল-বিকাল কোচিং করিয়ে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীকে মেধা তালিকায় নিয়ে আসে ওয়াজ্জেল হোসেন।

খোলা আকাশের নিচে বসে পাঠদান ও শিক্ষার্থীদের কৃতত্ব দেখে মুগ্ধ হয় এলাকার মানুষ। ওয়াজ্জেলের বিনা বেতনের কোচিং এর কারনে এলাকার অসহায় দুস্থ্য পরিবারের ছেলে মেয়েরা তার কাছে পড়তে আসে। তার মানবিকতা ও শিক্ষার্থীদের সাফল্য দেখে স্থানীয় ইউপি সদস্য হযরত আলী একটি ঘর প্রদান করেন। সে ঘরে বসেই ওয়াজ্জেল এখন মাধ্যমিক পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের কোচিং করিয়ে থাকেন।

যে শিক্ষার্থীকে নিয়ে ওয়াজ্জেল বিনা বেতনের কোচিং শুরু করেন সেই ইসরাফিল এখন ৯ম শ্রেনীতে অধ্যায়নরত। ইসরাফিল জানায়, ওয়াজ্জেল তার পাশে না দাঁড়ালে তার লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যেতো। সে এখন লেখাপড়ায় ভাল করছে।

তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্রী সুরাইয়া জানায়, তার বাবা ও মা দুজনেই শারিরীক প্রতিবন্ধী। তার লেখা পড়ার খরচ যোগানো সম্ভব না হওয়ায় সুরাইয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন ওয়াজ্জেল হোসেন।

কসবা গ্রামের ৯ম শ্রেনীর ছাত্রী ছাদিয়া জানায়, পিতা মাতার অভাবের সংসারে প্রাইভেট পড়ানোর খরচ যোগাতে না পারায় লেখা পড়ায় পিছিয়ে পড়ছিলাম। ওয়াজ্জেল ভাইয়ের কাছে বিনা বেতনে পড়ে আমি এবছর অনুষ্ঠিত পরিক্ষায় ভাল ফলাফল করেছি। তবে তার এ মানবিকতা দেখে সরকারি সহযোগীতা থাকলে বড় পরিসরে লেখা পড়ার কার্যক্রম চালাতে পারবে।

৯ম শ্রেণীর আর এক ছাত্রী মারিয়া জানায়, বিদ্যালয়ে লেখা পড়া করে শুধু মাত্র পাশ করা যায়, কিন্তু ভাল ফলাফল করা যায়না। তার দিন মজুর পিতার কাছে প্রাইভেট পড়ানোর কথা বল্লে পিতা অপারগতা জানায়। আমার প্রতিবেশী এক বান্ধবির কাছে আমার হতাশার বিষয়টি জানালে সে আমাকে ওয়াজ্জেল হোসেন ভাইয়ের কাছে নিয়ে আসে এবং সেখানেই শুরু করি বিনা বেতনে কোচিং।

শুধু মারিয়া নয় প্রায় অর্ধ শতাধিক শিক্ষার্থী এখানে লেখা পড়া করছে। প্রতিদিন সকালে ওয়াজ্জেল হোসেনের বাড়ির উঠানে বসে কোচিং- কাচাদের পাঠশালা। সেখানে প্রাথমিক পড়ুয়া প্রায় অর্ধশতাধিক ছেলে

মেয়ে পড়া লেখা করে।

আরো পড়ুন্: বামন্দীতে পল্লী বিদ্যুৎ এর এজিএম কে প্রাণ নাশের হুমকিতে লিটন মেম্বরের নামে মামলা

দীর্ঘ ৫ বছর ধরে ওয়াজ্জেল তার অবৈতনিক পাঠশালা পরিচালনা করে আসছেন। ছোট বেলা থেকেই ওয়াজ্জেলের স্বপ্ন ছিলো সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে নিয়ে কিছু করার। সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে ওয়াজ্জেল হোসেন বিনা বেতনে এলাকার গরিব দিনমজুরের ছেলে মেয়ে ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পাঠদানে মনোনিবেশ করতে পেরে খুব সাচ্ছন্দ বোধ করেন।

ওয়াজ্জেল হোসেন নিজেও একজন ছাত্র। সে বি.এ বি.এস.এস ক্লাশে লেখা পড়া করছেন। নিজের লেখা পড়ার পাশাপাশি অন্যকে শিক্ষিত করতে শ্রম দিয়ে যাচ্চেন। সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসেবে ইউনিয়ন ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এলাকার অসহায় গরিব মানুষকে অর্থিক সহায়তা ছাড়াও বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করছেন। স্থানীয় মানুষের কিছু হলেই ওয়াজ্জেল হোসেন ছুটে যান তাদের পাশে।

স্থানীয় উপকার ভোগীরা জানান, দিন দিন ওয়াজ্জেলের কাছে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বর্তমানে পাঠদানের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত জায়গা ও চেয়ার-টেবিল। এসবের ব্যাবস্থা করতে পারলে শতশত শিক্ষার্থী উপকৃত হবে।

আরো পড়ুন্: সাড়ে ৩ বছরের শিশু রাজাকারের তালিকায়!

ওয়াজ্জেল হোসেন জানান, অর্থের অভাবে যেন একটি শিক্ষার্থী লেখা পড়ায় পিছিয়ে না থাকে এ জন্য তার এ বিনা বেতনের পাঠশালা অব্যাহত থাকবে। তিনি আরো বলেন আমি দেখিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশ ছাত্রলীগ গরিব অসহায় ও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে নিতে প্রাণপন চেষ্টা করছে। ভালকাজ করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের মুখ উজ্জল করার পাশাপাশি এলাকার উন্নয়ন করতে চাই। তাই মনে হয়েছে এলাকার মানুষকে শিক্ষিত করতে পারলেই এলাকার উন্নয়ন হবে। যে সব শিক্ষার্থী আামার কাছ থেকে সুবিধা নিচ্চে তারাও একদিন বড় হয়ে এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়াবে।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, ওয়াজ্জেল হোসেন তার বাড়িতে বিনা বেতনের যে পাঠশালা চালাচ্ছেন তাতে অনেক মানুষ উপকৃত হচ্ছে। সে যাতে বড় পরিসরে কিছু করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সার্বিক সহযোগীতা করা হবে। তিনি আরো বলেন শুধু ওয়াজ্জেল হোসেন নয় ভাল কাজ করার জন্য সমাজের বিত্তবানদেরও এগিয়ে আসা উচিৎ।

মেপ্র/ইএম

আলমডাঙ্গায় ৫’শ হতদরিদ্রকে শীতবস্ত্র দান করলেন পুলিশ সুপার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার প্রায় ৫’শ হতদরিদ্র মানুষের হাতে কম্বল বিতরণ করলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

গতকাল সোমবার বিকেলে আলমডাঙ্গা থানা চত্ত্বরে আনুষ্ঠানিক ভাবে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ওই শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কলিম উল্লাহ, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সম্পাদক হাজী মীর শফিকুল ইসলাম ও আলমডাঙ্গা একাডেমির অধ্যক্ষ এনামুল হক।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ওসি (তদন্ত) গাজী শামীমুর রহমান।

মেপ্র/ আরপি

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে চোরা চালান ও আইন শৃংখলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা চোরাচালান ও আইন শৃংখলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বেলা ১১টার সময় উপজেলা প্রশাসনের সভাকক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত ও নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক,

গাংনী থানার ভার প্রপ্ত কর্মকর্তা ওবাইদুর রহমান, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো: সোহেল আহম্মেদ, তেতুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নুরজাহান বেগম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন, কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা,

রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক, বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ এর অধ্যক্ষ মো: হাবিবুর রহমান সহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ব্যবসায়ী সাংবাদিক গণ উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/ আরপি

গাংনীতে ৪১ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

গাংনীতে ৪১ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় গতকাল সকাল ১০ টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে।
উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে “জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গাংনীতে ৪১ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা ২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত মেলায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ খালেক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান রাশেদুল হক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসার।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “ছেলে-মেয়েদের বিজ্ঞান ভীতি দূর করে তাদেরকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলাই হচ্ছে একজন আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব এবং এ ব্যাপারে সর্ব প্রথমে শিক্ষকের পাশাপাশি অভিভাবকদের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী।”

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল নাসিরুদ্দীন, গাংনী সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান, মনিরজ্জামান আতু।

উপস্থিত সকল বক্তারাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সকলের সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বিজ্ঞান ভীতি কাটিয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহবান জানান।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ উক্ত মেলায় উপস্থিত থেকে মেলাকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। দুই দিন ব্যাপী উক্ত মেলায় ১৮ টি বিদ্যালয় তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সরঞ্জামাদী তৈরী করে সবার সামনে প্রদর্শন করে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমীক সুপার ভাইজার এম এ আল- মাছুম।

বক্তব্য শেষে অতিথিগণ বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সকল আবিস্কার দেখে মুগ্ধ হন।

মেপ্র/ আরপি